দৈনিক
ইনকিলাব

20 MAY 2008

নেই এমপিওভুক্তি

বেতনভাতা বঞ্চিত নড়াইল হোমিও কলেজের ২২ শিক্ষক-কর্মচারী

আতিয়ার রহমান

দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বাংলাদেশে সূচনাকাল থেকে এ পর্যন্ত দেশে ৩৭টি হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতাল সরকারের অনুমোদন পেয়েছে। এর সবক'টি কলেজই বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। এর একটিও এমপিওভুক্ত হয়নি। তাই শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি বিনা বেতনে করতে হচ্ছে। এরকমই একটি কলেজের নাম নড়াইল হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। ১৯৮৭ সালে অতিপয় বিদ্যোৎসাহী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের উদ্যোগে নড়াইল জেলা শহরের অদূরে রূপগঞ্জ বাণিজ্যিক এলাকার জামে মসজিদ সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বস্থ ভবনে প্রাথমিক ভাবে এর ক্লাস চালু করা হয়। অতঃপর অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ হোমওপ্যাথিক বোর্ডের শরণাপন্ন হন উদ্যোক্তাগণ। ১৯৯৫ সালে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় নড়াইল সরকারী ডিগ্রোরিয়া কলেজের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ওয়েলিংটন কৃটনব মাঠের পশ্চিম পাশে কলেজটি নিজস্ব জমির ওপর পুনঃস্থাপন করা হয়। ১৯৯৮ সালের ২৪ আগস্ট কলেজটি হোমিওপ্যাথিক বোর্ডের স্বীকৃতি অর্জন করে। নড়াইল হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এমপিও ভুক্তিসহ বিভিন্ন বদ্ধমূল সমস্যা জর্জরিত থাকলেও এর ৪ বছর মেয়াদী প্রতিটি ব্যাচের কোর্স সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক। ২০০৩ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ৫ বছরের ফলাফলে দেখা যায় সর্বোচ্চ পাসের হার ৮৬% (২০০৫ সাল) এবং সর্বনিম্ন পাসের হার ৭৬% (২০০৪ সাল)। এই ফলাফল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত এই কলেজের জন্য খুবই আশাব্যঞ্জক ও সন্তোষজনক। ১৪ জন অনুমোদিত, ৪ জন খণ্ডকালীন শিক্ষক, ২ জন করণিক, ১ জন কম্পিউটার, ১ জন কম্পিউটার অপারেটর, ১ জন অফিস পিয়ন, ১ জন বৈশ প্রহরী, ১ জন আয়া ও ১ জন বাবুর্চিসহ সর্বমোট ২২ জন শিক্ষক কর্মচারী নিয়ে পরিচালিত এই হোমিও কলেজটির রয়েছে একটি সুযোগ্য গভর্নিং বডি। যার সভাপতি নড়াইলের জেলা প্রশাসক। ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অন্য সদস্যের মধ্যে ৭ জন সদস্যই চিকিৎসা পেশায় প্রতিষ্ঠিত। কলেজটির অভ্যন্তরীণ সংকট এখন খুবই প্রকটরূপ ধারণ করেছে। যেমন- এর ব্যবহারিক ক্লাসরুম ও ল্যাবরেটরি স্পেস পর্যাপ্ত নয়। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদিসহ টেস্টিং ও ডায়াগনস্টিক ইনস্ট্রুমেন্ট নেই বললেই চলে। শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন, নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়, ওষুধ ক্রয় এবং উপকরণ ক্রয় খাতে অর্থ যোগানের কোন উৎস নেই। স্থাপনা ও অবকাঠামোগত কিছু কাজ শুরু করা গেলেও তা অর্থাভাবে বন্ধ রয়েছে। এছাড়া ছাত্রাবাসে পুরুষ-মহিলা শিক্ষার্থীদের পৃথক কমনরুম ও বাথ রুম নেই। প্রকল্প অনুদান প্রতিষ্ঠানিক ও সরকারী কোন অনুদান এই কলেজটি পায় না। সামান্য বর্ষা হলেই কলেজ চত্বরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় জলাবদ্ধতা স্থায়ী হয়ে যাতায়াত সমস্যা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বদ্ধমূল হয়ে যায়। সীমানা প্রাচীর না থাকায় পার্শ্ববর্তী জমির মালিকের সীমানা নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করে চলেছে বছরের পর বছর। এসব সমস্যা দিন দিন জটিল হওয়ায় শিক্ষক-কর্মচারী-অভিভাবক ও শিক্ষার্থীগণ উৎকণ্ঠায় ভুগছে। কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ সৈয়দ নাজমুস শাহাদাৎ বলেন, শ্রমিকের মজুরীর ব্যবস্থা আছে, কিন্তু দেশে হোমিও কলেজ শিক্ষক-কর্মচারীদের কোন বেতন ভাতার ব্যবস্থা নেই। অবিলম্বে উদ্ভূত সংকট নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে সরকারের উচিৎ দেশের ৬৫% হোমিও চিকিৎসা গ্রহণকারীদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসা। কলেজের উপাধ্যক্ষ ডাঃ সাইয়্যেদ আহমদ আলী বলেন, শুধু বাংলাদেশেই নয় সারা বিশ্বের সব দেশেই হোমিও চিকিৎসা ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা দিন দিন ব্যাপক হচ্ছে। অথচ এদেশেই শুধু এই চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি সরকার নিষ্ঠুর উদাসীনতা দেখিয়ে থাকে।